BHATTER COLLEGE.DANTAN

DANTAN.PASCHIM MEDINIPUR::721426

Class- M.A. 2nd sem

Unit-Ii

Paper – HIST.205(B)

CONTEMPURARY WORLD:SELECT THEMES

Name-Priyaranjan patra

Note-palestine question

প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা (Palestine Liberation Organisation = PLO) : ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর হাজার হাজার প্যালেস্টানীয় জর্ডন ও অন্যান্য স্থানের উদ্‌বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডা. হাবাশ-এর নেতৃত্বে জর্ডনের উদ্‌বাস্তু শিবিরেই গড়ে ওঠে 'আরব ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট' (ANM) নামক একটি সংস্থা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কুয়েতে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্র প্যালেস্টানীয় যুবক ইয়াসের আরাফতের (Yasser Arafat) নেতৃত্বে 'ফাতাহ্' সংগঠনটি গড়ে তোলেন। এর লক্ষ ছিল প্যালেস্টাইনের মুক্তি।

ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে PLO গঠন

প্যালেস্টানীয়দের সমস্যার প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির সহানুভূতি থাকলেও তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। অগত্যা প্যালেস্টানীয় আরবগণ নিজস্ব অধিকার ও নিরাপত্তা আদায়ের জন্য স্বনির্ভর একটি মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা' বা 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (Palestine Liberation Organisation বা P.L.O)। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের পর প্যালেস্টানীয় আরবরা আর নুতন করে আরব রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তির ওপর ভরসা করতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে প্যালেস্টানীয় আরবগণ P.L.O-কে সামনে রেখে ইসরায়েলের মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করেছিল। P.L.O-র উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করা। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'ফাতাহ্' P.L.O-তে যোগ দেয়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে P.L.O-র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন 'ফাতাহ্' নেতা ইয়াসের আরাফত। আরাফত P.L.O-কে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তিনি প্রথামাফিক যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্তে ইসরায়েলের ওপর লাগাতর 'সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ' চালিয়ে হৃত প্যালেস্টানীয় ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেন। আরব সন্ত্রাসবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথমোর্চা, আরাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন P.L.O সংগঠনটি আরব–ইসরায়েল দ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। P.L.O গঠিত হওয়ার পর এই সংগঠনটি একটি Covenant বা চুক্তিপত্র রচনা করেছিল। এই চুক্তিপত্র প্যালেস্টানীয় জাতীয় পরিষদ বা 'প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল' (Palestine National Council) গঠন করেছিল। এই কাউন্সিল PLO-র নীতি নির্ধারণ করার অধিকারী ছিল। PLO-র বৃহত্তম গেরিলা সংগঠন হল

আল-ফতাহ। এর নেতা ছিলেন ইয়াসের আরাফত। 'প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের'-ও সভাপতি ছিলেন ইয়াসের আরাফত। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের পর যে সব ইহুদি প্যালেস্টাইনে এসেছে তাদের বিতাড়ন করাই ছিল P.L.O-র উদ্দেশ্য। সাধারণ আরববাসীদের এই প্রত্যয় ছিল যে আরাফতের নেতৃত্বাধীন P.L.O একদিন ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। P.L.O জর্ডন ও লেবানন সীমান্তে লাগাতর গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছিল।

চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ইয়ম কিপুরের যুদ্ধ ঃ ১৯৭৩ খ্রিঃ (Fourth Arab–Israel War, The Yom Kippur War, 1973) ঃ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আরব রাষ্ট্রগুলি ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করে ইসবায়েল তার অধিকৃত আরব ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেয় নি। তাই মাঝে মাঝেই দুপক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও হত। রাশিয়া আরবদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছিল। ইসরায়েলের বোমারু বিমান ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর মিশরের রাজধানী কায়রোর কাছে বোমাবর্ষণ করে এবং নীলনদের ওপর একটি সেতু ধ্বংস করে দেয়। এরপর ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বোমারু বিমান ইরাক ও জর্ডনের ওপর আক্রমণ চালায়। এর কয়েক দিন পরেই ইসরায়েল লেবাননের রাজধানী বেইরুটের বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করে ১৩টি বিমান ধ্বংস করে দেয়। এইভাবে পর পর ইসরায়েলের আক্রমণাত্মক নীতি আরব দেশগুলিকে আতঙ্কিত করে তোলে এবং জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ইসরায়েলের এই আগ্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা করে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসেরের মৃত্যুর পর নতুন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত (Anwar Sadat) দু' মুখো নীতি নেন। একদিকে ইসরায়েলীদের কাছ থেকে হৃত ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার জন্য উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত করে তোলা এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে মিটমাটের জন্য ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। বাহ্যত সোভিয়েত সাহায্য গ্রহণে তিনি গররাজি ছিলেন। ১৯৭২ খ্রিঃ মিউনিখ অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ইসরায়েলী কুস্তিবীররা জাতীয়তাবাদী আরব জঙ্গিদের দ্বারা নিহত হলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলের হাতে মিশর, সিরিয়ার পরাজয় ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ঃ জেনেভা সম্মেলন